বাম–ডানপন্থী শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষায় রাজপথে



সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল এবং কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবাদে রাজপথে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও গণসংযোগ কর্মসূচি চলছে। সব শ্রমিক সংগঠন জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে।

দাবি আদায়ে আগামী সপ্তাহে হরতাল-অবরোধসহ প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার লালদিয়া ও পানগাঁও টার্মিনাল পরিচালনার জন্য দুই বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুসারে চট্টগ্রাম বন্দরের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনালের পাঁচটি দ্রুত বিদেশি অপারেটরের হাতে হস্তান্তর করা হবে। এতে দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ, গণসংযোগ, পদযাত্রা, অনশন ও মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। হেফাজতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ও গণসংহতি আন্দোলনও বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এবং বাম জোট কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি নিতে প্রস্তুত। শনিবার চট্টগ্রামে কনভেনশন থেকে হরতাল, ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড অবরোধ ও অন্যান্য কর্মসূচি ঘোষণা হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিদেশি কোম্পানির হাতে হস্তান্তর করলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ওপর ঝুঁকি তৈরি হবে। সরকারি তাড়াহুড়া ও স্বচ্ছতা বিহীন চুক্তি জনমতের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়েছে। তাই আন্দোলনকারীরা দ্রুত চুক্তি বাতিলের দাবি জানাচ্ছে।